রমজান ও আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি

সওম বা রোজা শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো to refrain, বিরত থাকা। সাধারণত মনে করা হয়, রোজা হচ্ছে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাবারগ্রহণ করা থেকে নিবৃত্ত থাকা।

কিন্তু রোজা শুধু নির্দিষ্ট সময় খাদ্যগ্রহণ থেকে বিরত থাকার নাম নয়। বরং সব ধরনের অন্যায়, অবিচার, মিথ্যাচার থেকে নিবৃত্ত থাকা। একজন রোজাদারকে বিরত থাকতে হবে সব মিথ্যাচার থেকে। তাকে বিরত থাকতে হবে সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢেকে ফেলার বর্তমান প্রবণতা থেকে [আল-কুরআন ২ : ৪২]

রাসূল (সাঃ) কে উদ্দেশ করে আল্লাহতায়ালা বলেন : আপনি আহ্বান করুন মানুষকে বুদ্ধিমত্তা ও উত্তম উপদেশ দিয়ে [আল-কুরআন ১৬ : ১২৫]। রাসূলকে (সাঃ) উদ্দেশ্য করে অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে : যদি আপনি কর্কশ স্বভাব ও কঠোর হৃদয় হতেন, তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত [আল-কুরআন ৩ : ১৫৯]।

রোজাদার হচ্ছে সে-ই ব্যক্তি, যার কণ্ঠস্বর থেকে অন্য মানুষ কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। রোজাদারকে নিশ্চিত হতে হবে তার কথা থেকে অন্যরা নিরাপদ।

আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে : আল্লাহ কোনো জাতির মধ্যে পরিবর্তন আনেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনে [১৩ : ১১]।

ইতিপূর্বে এ আয়াতের বাংলা অনুবাদ করা হয়েছিল : আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন করবেন না যদি না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে।

এ আয়াতে অবস্থা বা কনডিশন পরিবর্তনের কথা বলা হয়নি। যেমন ব্রিজ নির্মাণ বা কলেজ স্থাপন না করলে আল্লাহ তা করে দেবেন না। বরং বলা হয়েছে জাতিসত্তার মধ্যে পরিবর্তনের কথা। আয়াতে ব্যবহৃত আরবি শব্দ হচ্ছে বিআনফুছিহিম।

এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে মুসলমানরা যদি তাদের মধ্যে পরিবর্তন না আনে, তবে আল্লাহ তাদের অবস্থার পরিবর্তন করবেন না। অর্থাৎ আমরা যদি সত্যবাদী না হই, আমরা যদি সৎ না হই, আমরা যদি সচ্চরিত্রবান না হই, আমরা যদি কর্মঠ না হই, তবে আল্লাহ আমাদের অবস্থার পরিবর্তন করবেন না, আমরা বিজয়ী হব না।

অন্যভাবে বলা যায়– যদি আমরা দুর্নীতিমুক্ত হই, রাজনৈতিক মিথ্যাচারসহ সব ধরনের মিথ্যাচার ত্যাগ করি তবে আল্লাহ আমাদের অবস্থার পরিবর্তন করবেন।

এতক্ষণ যা আলোচনা করা হলো তা যদি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক্সটেন্ড করা হয়, সম্প্রসারিত করা হয়, তার অর্থ কী দাঁড়াবে। স্বাভাবিকভাবেই আমরা যদি আমাদের পলিটিক্যাল কালচার-রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন না আনতে পারি, তাহলে আমাদের দেশের পরিবর্তন হবে না, দেশের অগ্রগতির কোনো সম্ভাবনা নেই।

এর অর্থ হচ্ছে, বর্তমানের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিনা কারণে একে অপরকে দোষারোপ করার যে প্রবণতা তা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।

বর্তমানে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে অসহিষ্ণুতা বিরাজমান তা থেকে সব রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের বেরিয়ে আসতে হবে। বিনা কারণে আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। বরং ভাষা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে, শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে শালীন, ডিপলোমেটিক-কুশলী হতে হবে, সাবধান হতে হবে। আমাদের রাজনীতিবিদ, অ-রাজনীতিবিদ নির্বিশেষে সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের অন্যায় কথা বা অন্যায় কাজ কত লোকের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট করেছে।

আমাদের অন্যায় কথা বা অন্যায় কাজ কত লোকের সঙ্গে আমাদের তিক্ত সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে এবং আমাদের অন্যায় কথা বা অন্যায় কাজের জন্য কত লোকের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের এমন বিষয় বলা উচিত নয়, যে বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের সামান্যতম সন্দেহ রয়েছে, কেননা তা সমাজের ঐক্য-সংহতি বিনষ্ট করে।

রাজনীতিবিদদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সত্য কথা নির্ভয়ে জনগণের মধ্যে তুলে ধরা। সব অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এবং জনগণের দুঃখ-বেদনা নিরসনে জনমত সৃষ্টি করা। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে : আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছ না এবং ওইসব দুর্বল, নির্যাতিত ও অত্যাচারিত পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য যারা প্রার্থনা করছে, হে আমাদের রব! আমাদের এ জনপদ থেকে উদ্ধার করুন, যার অধিবাসীরা অত্যাচারী, আর আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে কোনো অভিভাবক দাঁড় করিয়ে দিন, যিনি রক্ষা করবেন এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে কাউকে পাঠান, যিনি সাহায্য করবেন [৪ : ৭৫]।

আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে : তোমরা সৎ কাজের আদেশ করো। অসৎ কাজে নিষেধ করো [৩ : ১০]।

এ আয়াতের শিক্ষা যদি আমরা রাজনীতিতে ব্যবহার করি, সম্প্রসারিত করি তার অর্থ দাঁড়াবে আমাদের রাজনীতিবিদদের জনগণকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য যা বস্তুনিষ্ঠ এবং সার্বিকভাবে কল্যাণকর তা বলতে হবে। জনগণের কোনো বিষয়ের উপলব্ধির মধ্যে ভুল থাকলে নেতার দায়িত্ব হচ্ছে সত্য তুলে ধরা। যদিও তা তার বা নিজ দলের জনসমর্থনে হ্রাস ঘটায়। সত্য বলতে হবে যদিও তা তার ভোট প্রাপ্তিতে হ্রাস ঘটায়।

অবশ্য এটা মনে করার কারণ নেই যে, সত্য উত্তমভাবে উপস্থাপন করলে জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করবে। রাসূল (সা:) বলেন : আমার উম্মত ভুলের ব্যাপারে একমত হবে না।

আমাদের রাজনৈতিক কর্মী ও রাজনীতিবিদদের ভুলে গেলে চলবে না যে, তারা তাদের কথা ও কাজের জন্য শুধু জনগণের কাছে নয় বরং আল্লাহর কাছেও দায়বদ্ধ। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে : অবশ্যই কিয়ামতের দিন তোমাদের কর্মফল দেয়া হবে [৩ : ১৮৫]।

আল-কুরআনে অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে : যে ব্যক্তি ভালো কাজের সুপারিশ করবে তার জন্য তাতে অংশ থাকবে, আর কেউ মন্দ কাজের সুপারিশ করলে তাতেও তার অংশ থাকবে [৪ : ৮৫]।

অপর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে : তোমরা ন্যায় বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হইও না [৪ : ১৩৫]।

রাজনীতিবিদদের কথা ও কাজের সময় খেয়াল রাখতে হবে, যেন তাদের কথা ও কাজের ফলে সমাজে ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি না হয়। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে : তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমা লঙ্ঘন [১৬ : ৯০]।

আল-কুরআনে অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে : তোমরা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কোরো না [৪ : ১৭১]। আবদুল্লাহ ইউসুফ আলি তার তাফসিরে 'বাড়াবাড়ি'র অর্থ করেছেন সত্যকে গোপন করা।

রাজনীতিবিদদের দায়িত্ব হচ্ছে মানুষকে অন্ধকার ও কূপমণ্ডুকতা থেকে শিক্ষা ও আলোর দিকে আহ্বান। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে : আপনি মানুষকে বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোয় [১৪ : ১]।

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে : যারা চায় যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা প্রচার হোক (তা মৌখিক, প্রকাশিত বা সম্প্রচারিত যাই হোক না কেন), তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি [২৪ : ১৯]।

রাসূল (সা:) বলেন : আমার উম্মতের সবাইকে ক্ষমা করা হবে তারা ছাড়া যারা অন্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে [রিয়াদুস সালেহীন-২৪১]। মূলত ইসলামে গীবত, কুৎসা রটনা নিষিদ্ধ। ইসলামি আইনজ্ঞ ও ফকিহ্দের মত হচ্ছে, গীবত নিষিদ্ধ হওয়ার এ সাধারণ নীতির অর্থ এ নয় যে, অত্যাচারিত ব্যক্তি অত্যাচারীর বিরুদ্ধে কথা বলতে পারবে না। ইসলামে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অন্যায় কার্যকলাপ জনসমক্ষে প্রকাশ করার অনুমোদন রয়েছে যদি এর উদ্দেশ্য হয় সমাজের সংস্কার, সমাজের কল্যাণ। এ বিষয়ে প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ ফাতিহ ওসমানের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

"According to Islamic legal principle, in practicing the right of criticism a line should be drawn between criticizing the ordinary man and criticizing one in public office. In the later case, a distinction should be made between their public activities and their personal life. The ethical values of Islam that secure privacy and forbid any violation of personal rights should be observed. Groundless or avoidable allegations without any justification cannot be tolerated, and slander and libel are forbidden."

(Fathi Osman, Muslim World : Issues and Challenges, Islamic Center of Southern California, Los Angeles, C.A. 1989, p107).

অর্থাৎ সমালোচনার ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যক্তি ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। আবার জনপ্রতিনিধিদের বেলায় তার সামাজিক কার্যকলাপ ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধ দাবি করে যে, ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব বিষয়ের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে এবং ব্যক্তিগত অধিকারের লঙ্ঘন করা যাবে না। মিথ্যা বলা যাবে না। যা প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই, তা বলার দরকার নেই। কুৎসা ও অপবাদ নিষিদ্ধ।

আর-কুরআনে রাসূলকে (সা:) উদ্দেশ্য করে বর্ণিত হয়েছে : আপনার কর্তব্য কেবল বার্তা পৌঁছে দেয়া [১৩ : ৪০]।

রাসূলকে (সা:) উদ্দেশ্য করে আল-কুরআনে অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে : আপনি তাদের ওপর বল প্রয়োগকারী নন [৫০ : ৪৫]।

কুরআনের এ দুটি আয়াতের শিক্ষা যদি আমরা রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সম্প্রসারিত করি তবে তার অর্থ দাঁড়াবে– রাজনীতিবিদদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে তাদের কর্মসূচি, মেনিফেসটো জনগণের মাঝে প্রচার করা এবং জনগণের ওপর তা চাপিয়ে দেয়া নয়। রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নে জোর জবরদস্তি করা যাবে না। এর অর্থ হচ্ছে নির্বাচনী ফলাফল ম্যানিপুলেট করা যাবে না। ব্যালটবক্স ছিনতাই করা যাবে না। ভুয়া ভোট দেয়ার ব্যবস্থা করা যাবে না। ব্যালট ছিনতাই করে পছন্দমাফিক মার্কায় সিল মেরে ব্যালটবক্স ভরা যাবে না।

রমজান মাসে আমাদের কথা বলা ও কাজ করার সময় সবসময় আল্লাহর স্মরণ করতে হবে, যাতে আমরা কেউ অন্যায়, অবিচার বা মিথ্যাচারে প্রবৃত্ত না হই। এর ফলে আমরা আমাদের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারব।

রমজান মাসকে আমরা ফলের বাগানের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। বাগানে যেমন শুধু গেলেই হয় না, বরং বাগান চাষ করতে হয়, ফল তুলতে হয় যদি লাভবান হতে হয়।

রমজান মাসকে আমরা যদি প্রশিক্ষণের মাসে পরিণত করতে পারি তবে তা আমাদের জীবনে অন্যায়-অবিচার মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে Shield, ঢাল-বর্মের মতো কাজ করবে। ফলে ইসলামের শিক্ষা থেকে আমরা কল্যাণ লাভ করতে পারব।

এ মাসে আমাদের কথা ও কাজে আল্লাহর জিকির করতে হবে। অনেকে জিকির শব্দের ভুল অর্থ করেন। মনে করেন এর অর্থ হচ্ছে সারাদিন আল্লাহ আল্লাহ বলতে থাকা। জিকিরের প্রকৃত অর্থ হলো Rememberance of Allah বা আল্লাহর স্মরণ। আমাদের সব কাজের সময় আল্লাহর উপস্থিতির কথা স্মরণ রাখতে হবে। মন্ত্রী মহোদয় ও প্রশাসনের সবস্তরের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় মনে রাখতে হবে আল্লাহ আমাদের দেখছেন। মানুষের কল্যাণ, মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে সবসময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এটাই জিকির।

সবসময় সব কর্ম ও কাজে Conscious থাকতে হবে, সচেতন থাকতে হবে যে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। এটা মনে রেখেই সব কাজ সম্পাদন করতে হবে। এটাই আল্লাহর জিকির।

শেষে সে বিষয়টি উল্লেখ করে, এ নিবন্ধের ইতি টানতে চাই তা হচ্ছে, নবী মুহাম্মদ (সা:)-এর অন্যতম ভূমিকা হচ্ছে the role of reformer বা সংস্কারকের ভূমিকা।

নবী মুহাম্মদ (সা:) আমাদের মাঝে নেই। আর নতুন নবীর আগমন ঘটবে না। সে কারণে বর্তমান সময়ের সংস্কারকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

রাজনীতিবিদরাও সমাজ সংস্কারের জন্য কাজ করছেন বলে দাবি করেন । কাজেই এ রমজান মাসে তাদের নিজেদের খেয়াল করা দরকার তারা কী করছেন ।